আল আযকার

একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ধাপে
রাসূল (স.) থেকে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ দোয়া যিকির ও আমলসমূহ

মূল
ইমাম আন নববী (র.)

সূচিপত্র

অধ্যায়- ১

বিষয়	পৃষ্ঠা
জিকিরের ফযিলত	২৯
নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ	৩২
কাপড় পরিধানের দোয়া	৫৩
নতুন কাপড়, জুতা ও এজাতীয় পোশাক পরার দোয়া	৫৫
সঙ্গীর গায়ে নতুন কাপড় দেখলে যে দোয়া পড়বে	৫৭
জামা-জুতা পরিধান ও খোলার পদ্ধতি	৫৮
ঘরে প্রবেশের দোয়া	৫৯
ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া	৬৩
রাতে ঘুম থেকে জেগে ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া	৬৫
টয়লেটে প্রবেশের দোয়া	৬৯
বাথরুমে জিকির বা কথা বলা নিষেধ	৭১
পায়খানা-পেশাবকারী ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ	৭২
বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া	৭২
অজুর পানি ঢালার সময় কোন দোয়া পড়বে	৭৩
অজুর শুরুতে পড়ার দোয়া	৭৩
অজুর শুরুতে যে দোয়া পড়বে	৭৪
অজুর শেষে যে দোয়া পড়বে	৭৪
অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময়ের দোয়া	৭৮
গোসল করার সময়ের দোয়া	৮১
তায়াম্মুমের সময় যে দোয়া পড়বে	৮১
মসজিদে গমনের সময় যে দোয়া পড়বে	৮১
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া	৮৩
মসজিদে যেসব দোয়া পড়বে	৮৭
মসজিদে অবস্থানকারীর করণীয়	৮৮
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা ও ক্রয় বিক্রয় নিষেধ	৮৯
মসজিদে অনৈসলামিক কবিতা, গান ইত্যাদি বলা যাবে না	৯০
আজানের ফজিলত	৯০
আযানের পদ্ধতি	৯২

বিষয় পৃষ্ঠা
ইকামতের পদ্ধতি.....৯৩
আজান ও ইকামত যেভাবে ও যে স্থানে দেবে.....৯৪
যেসব নামাজের জন্য আজান দেবে.....৯৫
আজান ও ইকামতের শর্তসমূহ.....৯৫
নারী ও হিজড়ার আজান-ইকামতের বিধান.....৯৬
আজান ও ইকামতের জবাব.....৯৬
নামাজরত অবস্থায় আজান-ইকামত শুনলে উত্তর দিবে না.....১০২
আযানের পরে দোয়া কবুল হয়.....১০২
ফজরের সুন্নতের পরের দোয়া.....১০৩
নামাজের কাতারে দাঁড়ানোর সময় যে দোয়া পড়বে.....১০৪
নামাজে দাঁড়ানোর সময়ের দোয়া.....১০৫

অধ্যায়- ২

কোরআন তিলাওয়াতের বিবরণ.....১০৬
তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠ সময়.....১০৬
কোরআন খতম করার আদব ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়.....১০৭
নির্দিষ্ট সময়ে কোরআন মাজিদ খতম করা.....১০৮
কোরআন খতমের সূচনা ও সমাপ্ত করা পাঠকের ইচ্ছাধীন.....১১০
দোয়ার কতিপয় আদব.....১১২
রাতের অজিফা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে করণীয়.....১১২
কোরআন তিলাওয়াতকারীর কতিপয় মাসআলা ও আদব.....১১৩
কোরআন তিলাওয়াতের আগে মিসওয়াক ইত্যাদি দ্বারা
মুখ পরিষ্কার করা.....১১৪
চিন্তা-ফিকির ও একাগ্রতার সঙ্গে তিলাওয়াত করা.....১১৪
তিলাওয়াতের সময় কান্না করা বা কান্নার ভান করা মুস্তাহাব.....১১৫
মুখস্থ তিলাওয়াতের চেয়ে দেখে পড়া উত্তম.....১১৫
কুরআনে কারিম উচ্চস্বরে ও অনুচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা.....১১৫
সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব.....১১৬
সুরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াত শুরুর ক্ষেত্রে করণীয়.....১১৬
গর্হিত একটি বিদআত.....১১৭
সুরা বাকারা, সুরা আলে ইমরান এভাবে সুরার নাম বলা বৈধ.....১১৭
তিলাওয়াতের আদব বিষয়ে শেষকথা.....১১৯
সর্বদা কোরআন তিলাওয়াত করা.....১১৯

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়-৩

ইকামতের সময়ের দোয়া ১২২
নামাজের ভিতরের দোয়াসমূহ ১২২
তাকবিরে তাহরিমা ১২২
ইমাম সাহেব উঁচু আওয়াজে তাকবির বলবে ১২৪
নামাজে তাকবিরের পরিমাণ ১২৪
তাকবিরে তাহরিমার পরের দোয়া ১২৪
নামাজ শুরুর দোয়া তথা মানা পড়ার পর আউজুবিল্লাহ পড়া ১৩০
আউজুবিল্লাহ পড়ার হুকুম ১৩২
আউজুবিল্লাহ পড়ার পরে কিরাত পড়া ১৩৩
বিসমিল্লাহ পড়া ১৩৪
সুন্নাত পরিমাণ কিরাতের বিবরণ ১৩৬
রুকুর দোয়া ১৪২
রুকু-সিজদায় কোরআন তিলাওয়াত করা মাকরুহ ১৪৬
সিজদার দোয়া ১৫১
সিজদা থেকে মাথা উঠানো ও দুই সিজদার মাঝখানে
বসা অবস্থার দোয়া ১৫৭
দ্বিতীয় সিজদাতেও প্রথম সিজদার ন্যায় দোয়া করবে ১৫৮
দ্বিতীয় রাকাতের জিকির ১৫৯
ফজরের নামাজে কুনুত পড়া ১৫৯
নামাজে তাশাহুদ পড়া ১৬৬
তাশাহুদের পর নবী (সা.)-এর উপর দরুদ পড়া ১৭৪
শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দোয়া পড়া ১৭৬
নামাজ শেষ করার জন্য সালাম দেয়া ১৮১
সালামের যে শব্দ বলা ওয়াজিব ১৮১
নামাজি ব্যক্তির সঙ্গে কেউ কথা বললে নামাজি ব্যক্তির করণীয় ১৮২
নামাজের পর জিকির ও দোয়া ১৮৩
ফজরের নামাজের পর আল্লাহর জিকির ১৯২
সকাল-সন্ধ্যার দোয়া ১৯৫
জুমুআর দিন সকালের আমল ২১৯
সূর্যোদয়ের সময়ের দু'আ ২২০

বিষয় পৃষ্ঠা
সূর্য পরিপূর্ণ উদিত হওয়ার পরের দোয়া..... ২২২
আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তের দোয়া..... ২২৩
মাগরিবের আজান শুনে যে দোয়া পড়বে..... ২২৫
মাগরিবের নামাজের পরের দোয়া..... ২২৫
বিতর নামাজে ও তার পরবর্তীতে পড়ার দোয়া..... ২২৬
ঘুমের সময় বিছানায় শুয়ে যে দোয়া পড়বে..... ২২৭
স্বপ্নে ভালো-মন্দ দেখলে যা পড়বে..... ২৪৮
স্বপ্নের বিবরণ শুনে যা বলবে..... ২৫০
প্রত্যেকে রাতের দ্বিতীয়ভাগে ইস্তেগফার ও দোয়ার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা..... ২৫০
দোয়া কবুলের মুহূর্তটি পাওয়ার আশায় পুরো সময় দোয়া করা..... ২৫২
আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহের বিবরণ..... ২৫২

অধ্যায়- ৪

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা..... ২৫৬
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর দরুদ পড়ার পদ্ধতি। ২৫৯
হাদীস পাঠকারীরা উচ্চস্বরে দরুদ ও সালাম পড়বে..... ২৬০
আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল (সা.)-এর উপর দরুদ পড়ার মাধ্যমে দোয়া শুরু করা ২৬০
নবীগণের সাথে সাথে তাদের পরিবারের প্রতি দরুদ পাঠ করা..... ২৬১
রাদিয়াল্লাহু আনহ ও রাহিমাহুল্লাহ পড়ার বিধান ২৬৩
হযরত মরিয়ম ও হযরত লুকমানের ক্ষেত্রে কী বলবে? ২৬৩

অধ্যায়–৫

যে সমস্ত স্থানে আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব..... ২৬৫
জুমুআ ও অন্যান্য খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা করা জরুরি..... ২৬৫
দোয়ার শুরু ও শেষ 'আলহামদুলিল্লাহ' দ্বারা করা মুস্তাহাব..... ২৬৫
নেয়ামত লাভ ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে গেলে আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব ২৬৬
সন্তানের মৃত্যুতেও আলহামদুলিল্লাহ বলা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা..... ২৬৬

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়- ৬

সকালের বিশেষ যিকর ২৭১
সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ ও দু'আ ২৭১
নিম্নলিখিত দু'আটি নবী করীম সকাল বিকাল তিনবার করে পড়তেন। ২৭৩
আকস্মিক বিষয়ের জিকির-আজকার ও দোয়াসমূহ ২৭৪
ইস্তেখারার দোয়া ২৭৪
বিপদাপদের সময়ের দোয়া ২৭৬
ভয় পেলে যে দোয়া পড়বে ২৮০
দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশান হলে যে দোয়া পড়বে ২৮১
সর্বনাশায় নিপতিত হলে যে দোয়া পড়বে ২৮২
কোন সমপ্রদায়কে ভয় পেলে যে দোয়া পড়বে ২৮৩
বাদশাহকে ভয় পেলে যে দোয়া পড়বে ২৮৩
শত্রুর দিকে তাকালে যে দোয়া পড়বে ২৮৪
শয়তানকে সামনে দেখলে বা শয়তানকে ভয় পেলে যে দোয়া পড়বে ২৮৪
কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাবু হয়ে গেলে যে দোয়া পড়বে ২৮৭
কোন বিষয় কঠিন হলে যে দোয়া পড়বে ২৮৮
জীবিকা নির্বাহ কঠিন হলে কী বলবে ২৮৮
বিপদাপদ দূর করতে যে দোয়া পড়বে ২৮৯
ছোট-বড় দুর্ঘটনায় যে দোয়া পড়বে ২৮৯
ঋণের বোঝা বেড়ে গেলে যে দোয়া পড়বে ২৯০
একাকীত্বের দরুন ভয় পেলে যে দোয়া পড়বে ২৯০
ওয়াসওয়াসা হলে যে দোয়া পড়বে ২৯১
বেহুঁশ ও মাপে কাটা ব্যক্তির শরীরে যা পড়ে ফুঁ দেয়া হবে ২৯৪
বাচ্চা ও অন্যদের সুরক্ষা করা ৩০১
হোঁড়া, ফুসকুড়ি ইত্যাদি উঠলে যে দোয়া পড়বে ৩০২

অধ্যায়- ৭

অসুস্থতা, মৃত্যু ও এজাতীয় অবস্থার জিকির-আজকার মৃত্যুর
কথা বেশি বেশি স্মরণ করা ৩০৩
অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার ও সেবাকারীদের প্রতি ওসিয়ত
করা মুস্তাহাব অসুস্থ ৩০৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্বর, ব্যথা জাতীয় কিছু হলে যা পড়বে	৩০৪
অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কে তার পরিবারবর্গের কাছে জজ্ঞাসা করা ও তাদের উত্তর প্রসঙ্গে	৩০৪
অসুস্থ ব্যক্তি যা পড়বে, তার উপর যা পড়া হবে এবং তার কাছে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা	৩০৫
বিরাগ বা অধৈর্যতা না প্রকাশের শর্তে 'আমি অনেক অসুস্থ বা এজাতীয় কিছু বলা মাকরুহ নয়	৩১৩
কোন কষ্ট পেয়ে মৃত্যু কামনা করা	৩১৪
ভালো শহরে মৃত্যুর দোয়া করা মুস্তাহাব	৩১৫
অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়া	৩১৫
অসুস্থ ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করা মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে অসুস্থ ব্যক্তির ভালো কাজের প্রশংসা করা, যাতে তার ভয় দূর হয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা তৈরি হয়।	৩১৫
অসুস্থ ব্যক্তির বাসনা পুরা করা	৩১৮
রোগীর কাছে দোয়া চাওয়া	৩১৮
মুমূর্ষু অবস্থায় যে দোয়া পড়বে	৩২০
মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার পর যে দোয়া পড়বে	৩২৩
মৃত ব্যক্তির কাছে যে দোয়া পড়বে	৩২৫
আপনজনের মৃত্যুতে যে দোয়া পড়বে	৩২৬
সঙ্গীর মৃত্যুর সংবাদ শোনে যে দোয়া পড়বে	৩২৮
ইসলামের শত্রুর মৃত্যুর সংবাদে যা পড়বে	৩২৮
বিলাপ করা ও জাহেলি যুগের ন্যায় চিল্লাফাল্লা করা হারাম	৩২৯
সমবেদনা প্রকাশ করা সুন্নাত	৩৩২
সমবেদনা প্রকাশের সবচেয়ে সুন্দর দলীল	৩৩৩
পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা মুস্তাহাব	৩৩৪
তাজিয়া তথা সমবেদনার জন্য মজলিস করা মাকরুহ	৩৩৪
সমবেদনা জ্ঞাপনের শব্দ	৩৩৫
সান্ত্বনা দেয়ার উত্তম পন্থা	৩৩৬
ইসলামি যুগে মহামারী	৩৪১
মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার বিধান	৩৪২
মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফনের সময় যে দোয়া পড়বে	৩৪৩

বিষয় পৃষ্ঠা
জানাযার নামাজের দোয়াসমূহ ৩৪৪
তাকবিরগুলোর মাঝে যা পড়তে হবে ৩৪৮
জানাযায় সালাম ফেরানো ও মাসবুকের করণীয় ৩৫২
মৃতের খাটিয়ার সঙ্গে যারা যায় তারা যে দোয়া পড়বে ৩৫৩
পাশ দিয়ে কফিন গেলে বা দেখলে যে দোয়া পড়বে ৩৫৩
মৃত ব্যক্তিকে যারা কবরে রাখবে তারা যে দোয়া পড়বে..... ৩৫৪
দাফনের পর যে দোয়া পড়বে ৩৫৬
দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে তালকিন করা..... ৩৫৮
কবর জিয়ারতকারী যে দোয়া পড়বে ৩৬০
কবর জিয়ারতকারী যা থেকে বারণ করবে..... ৩৬৬
সীমালঙ্ঘনকারীদের কবরের পাশ দিয়ে যেভাবে অতিক্রম করবে..... ৩৬৪
নির্দিষ্ট ব্যক্তি জানাযা পড়ানো ও বিশেষস্থানে কবর
দেয়া ইত্যাদির ওসিয়ত করে গেলে করণীয় ৩৬৪
মৃত ব্যক্তির প্রশংসা ও তার ভালো দিকগুলো আলোচনা
করা মুস্তাহাব ৩৬৯
মৃত ব্যক্তিকে মন্দ বলা নিষেধ ৩৭০

অধ্যায়- ৮

ফরজ সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ ৩৭২
বিশেষ নামাজে বিশেষ দোয়াসমূহ জুমুআর দিন-রাতের
দোয়া ও জিকির..... ৩৭৪
জুমুআর নামাজের পর বেশি বেশি জিকির করা মুস্তাহাব ৩৭৭
দুই ঈদের নামাজে পঠিত দোয়াসমূহ..... ৩৭৭
উভয় ঈদের রজনীতে তাকবির বলা মুস্তাহাব..... ৩৮৭
তাকবিরের বিধান..... ৩৮০
ঈদের নামাজে তাকবির ৩৮০
জিলহজ মাসের প্রথম দশকের আমল..... ৩৮১
সূর্য গ্রহণকালে যে দোয়া পড়বে ৩৮৪
সূর্যগ্রহণের নামাজে দীর্ঘ কিরাত পড়া মুস্তাহাব ৩৮৫
সালাতুল ইস্তিস্কা তথা বৃষ্টি প্রার্থনার জিকির ও দু'য়া..... ৩৮৫
প্রচণ্ড বাতাস বইলে যে দোয়া পড়বে..... ৩৯২
তারকার পতন দেখলে যে দোয়া পড়বে..... ৩৯৬

বিষয় পৃষ্ঠা
বজ্রধ্বনি শ্রবণে যে দোয়া পড়বে ৩৯৬
বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে যে দোয়া পড়বে ৩৯৮
বৃষ্টি বর্ষণের পর যে দোয়া পড়বে ৩৯৮
প্রবল বর্ষণে ক্ষতির আশঙ্কা হলে যে দোয়া পড়বে ৩৯৯
তারাবির নামাজের জিকির ৪০১
সালাতুল হাজতের দোয়া ৪০২
ইমাম নববী (রহ.) বলেন, বিপদাপদের দোয়াটিও পড়বে- ৪০৩
সালাতুত তাসবিহের দোয়া ৪০৪

অধ্যায়- ৯

যাকাত পরিচিতি ও আল কুরআনে যাকাতের ৮২ আয়াত ৪০৯
যাকাতের আলোচনা জাকাত-সংশ্লিষ্ট মাসআলা ও দোয়া ৪১০
জাকাতের আলোচনা ৪১০
জাকাতের নিয়ত করা ৪১১
দান-সাদকা ও জাকাত প্রদানের সময় যে দোয়া পড়বে ৪১১

অধ্যায়- ১০

রোযা ৪১২
রোজায় যেসব দোয়া পড়া মুস্তাহাব ৪১৪
ইফতারের সময় যে দোয়া পড়বে ৪১৫
কারও মেহমান হয়ে ইফতারি করলে যে দোয়া পড়বে ৪১৭
লাইলাতুল কদর পেলে যে দোয়া করবে ৪১৮
ইতেকাফে যে আমল করবে ৪১৮

অধ্যায়- ১১

হজের অধ্যায় ৪১৯
হজের দোয়াসমূহ ৪২০
তালবিয়া পাঠের পর করণীয় ৪২২
হাতিমে কাবার মিজাবে রহমতের নিচে পড়ার দোয়া ৪২৩
বাইতুল্লায় যে দোয়া পড়বে ৪২৪
মক্কায় পৌঁছে যে দোয়া করবে ৪২৫
মুলতাজিমের দোয়া ৪২৮
সাঈ করার সময় জিকির ও দোয়া ৪২৯
মক্কা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় যে দোয়া পড়বে ৪৩৩

বিষয় পৃষ্ঠা
আরাফায় জিকির ও দোয়া ৪৩৫
মুজদালিফা থেকে আরাফায় যাওয়ার সময় যে দোয়া পড়বে..... ৪৩৮
মাশআরে হারাম ও মুজদালিফায় যে দোয়া করবে..... ৪৩৯
মাশআরে হারাম থেকে মিনার দিকে যাওয়ার সময় যে দোয়া পড়বে.. ৪৪২
ঈদের দিন মিনাতে যে দোয়া পড়বে মিনায় পৌঁছে এ দোয়া পড়বে- ৪৪২
মাশআরে হারাম থেকে মিনার দিকে যাওয়ার সময় যে দোয়া পড়বে.. ৪৪৩
ঈদের দিন মিনাতে যে দোয়া পড়বে ৪৪৩
আইয়ামে তাশরিকে মিনায় অবস্থানকালে যে দোয়া পড়বে..... ৪৪৫
মিনা থেকে ফিরে আসার পর করণীয়..... ৪৪৬
জমজমের পানি পান করার দোয়া..... ৪৪৬
মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার সময় করণীয় ৪৪৭
রাসুল (সা.)-এর কবর জিয়ারত ও দোয়া ৪৪৮

অধ্যায়- ১২

জিহাদের অধ্যায় ৪৫৩
জিহাদের সময় দোয়া করা, বিনয়ী হওয়া ও তাকবির বলা..... ৪৫৩
শাহাদাতের তামান্না করা মুস্তাহাব.....৪৬১
সেনাপ্রধানকে তাকওয়ায় উদ্বুদ্ধ করা ও যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির
পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া আমিরের কর্তব্য..... ৪৬২
কোনো এলাকায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলে অন্য এলাকার
প্রতি ইঙ্গিত করে তা লুকিয়ে রাখা..... ৪৬৩
যুদ্ধের জন্য উৎসাহিতা করা..... ৪৬৩
যুদ্ধের সময় অহেতুক চিৎকার না দেয়া ৪৬৪
শত্রুকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য নিজের পরিচয় দেয়া ৪৬৪
যুদ্ধের সময় ছন্দ বলা মুস্তাহাব..... ৪৬৫
আঘাতপ্রাপ্ত হলে ধৈর্যধারণ করা ও শাহাদাতের প্রত্যাশায়
আনন্দিত হওয়া..... ৪৬৭
মুসলমানদের বিজয় হলে যে দোয়া পড়বে ৪৬৯
সৈন্যদের বীরত্বের জন্য আমিরের প্রশংসা করা উচিত.....৪৭১
যুদ্ধ থেকে ফেরত যাওয়ার সময় যে দোয়া পড়বে ৪৭১

অধ্যায়- ১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুসাফিরের বিভিন্ন দোয়ার আলোচনা	৪৭২
ইস্তিখারা ও পরামর্শ চাওয়া	৪৭২
সফরের দৃঢ় ইচ্ছার পরে করণীয়	৪৭২
ঘর থেকে বেরোবার ইচ্ছা পোষণের সময় করণীয়	৪৭৪
সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার দোয়া	৪৭৭
মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দোয়া	৪৭৮
পুণ্যবানদের কাছে উপদেশ তলব করা মুস্তাহাব	৪৮০
মুকিম ব্যক্তি মুসাফিরের কাছে উত্তম স্থানগুলোতে তার জন্য দোয়ার দরখাস্ত করা মুস্তাহাব, যদিও মুকিম ব্যক্তি যদি মুসাফিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়	৪৮০
বাহনে আরোহণের সময় দোয়া	৪৮১
নৌযানে আরোহণের পর দোয়া	৪৮৫
সফরে দোয়া করা মুস্তাহাব	৪৮৬
তাকবির ইত্যাদিতে আওয়াজ অতিরিক্ত উঁচু করা নিষেধ	৪৮৯
ভ্রমণে ক্ষিপ্রতা, প্রাণবন্ততা, প্রমোদ ও ভ্রমণ সহজকরণের লক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তি করা মুস্তাহাব	৪৯০
বাহন পালিয়ে গেলে কী বলবে?	৪৯০
অবাধ্য জন্তুর উপর আরোহনকালে যে দোয়া পড়বে	৪৯০
কোনো জনপদ দেখলে পড়ার দোয়া	৪৯১
সফরে মানুষ বা অন্য কিছুকে ভয় করলে যে দোয়া পাঠ করবে	৪৯২
কোনো ভূতপ্রেত সামনে আসলে মুসাফির যা বলবে থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.)	৪৯৩
কোথাও যাত্রাবিরতি করলে পড়ার দোয়া	৪৯৩
সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে যা বলবে	৪৯৪
ফজরের নামাজান্তে মুসাফির যে দোয়াগুলো পড়বে	৪৯৫
নিজের শহর দেখে পড়ার দোয়া	৪৯৬
সফর থেকে ফিরে ঘরে প্রবেশ করে যে দোয়া পাঠ করবে	৪৯৭
সফর ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলতে হয়	৪৯৮
যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলবে	৪৯৮
হজ ফেরত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলা হবে এবং হজ ফেরত ব্যক্তি যা বলবে	৪৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায়- ১৪

সালাম, অনুমতি গ্রহণ, হাঁচির জবাব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ৫০০
সালামের মর্যাদা ও প্রসারের নির্দেশনা ৫০১
সালাম প্রদানের নিয়ম ৫০৫
রাসুল (সা.) কর্তৃক তিনবার সালাম প্রদান
বিষয়ক বিশুদ্ধ বর্ণনার মর্মার্থ প্রসঙ্গে ৫০৮
সালাম ও উত্তরের আওয়াজ যেমন হতে হবে,
এক্ষেত্রে মুস্তাহাব পদ্ধতি ? ৫০৮
তাৎক্ষণিক সালামের উত্তর দেয়া শর্ত.....৫১০
মুখে না বলে হাত ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করে মালাম দেয়া মাকরুহ.....৫১০
সালামের বিধান.....৫১১
মালাম অবহিতকারী ও প্রেরণকারীর উদ্দেশ্যে
সালামের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব.....৫১৩
বধির ও বোবাদের সালাম প্রদান এবং তাদের
সালামের উত্তরপ্রদানের পদ্ধতি.....৫১৩
নাবালিগের সালাম এবং তার প্রতি বালিগের সালাম.....৫১৪
সালাম বিনিময় করতঃ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর আবার সাক্ষাৎ
হলে পুনরায় সালাম দেয়া সুন্নাত ৫১৫
উভয়ের একসঙ্গে অথবা একটু আগপিছ হওয়া প্রসঙ্গে.....৫১৬
উত্তরের শব্দে মালাম দেয়ার বিধান ৫১৭
কথার আগে সালাম দেয়া সুন্নাত ৫১৮
যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মুস্তাহাব, মাকরুহ কিংবা মুবাহ ৫১৯
যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরুহ সেসব সালামের
উত্তর দেয়ার বিধান কি ৫২০
যাদেরকে সালাম দেয়া যাবে এবং যাদেরকে যাবে না
যাদের সালামের উত্তর দেয়া যাবে এবং যাদের যাবে না ৫২১
জিম্মিদের সালাম দেয়া, তাদের সালামের উত্তর দেয়া এবং
এ সংক্রান্ত কতিপয় মাসআলা ৫২৪
কাফেরদের মধ্যে থাকা মুসলমানদের উদ্দেশ্যেও সালাম দেয়া সুন্নাত..৫২৬
অমুসলিমদের প্রতি প্রেরিত চিঠিতে সালাম ইত্যাদি লেখা প্রসঙ্গ.....৫২৬
কোনো মুমূর্ষ জিম্মিকে পরিদর্শনে গেলে কী বলবে.....৫২৭
বিদআতি এবং তাওবার পূর্বে মহাপাপে লিপ্ত

বিষয় পৃষ্ঠা

ব্যক্তিকে সালাম করা প্রসঙ্গে.....৫২৮
সালামের কতিপয় শিষ্টাচার ও মাসআলা.....৫৩০
সালামে কোনো দলকে চিহ্নিতকরণ মাকরুহ.....৫৩১
জনসমাগম তথা বাজার ইত্যাদিতে চলার পথে সালামের পদ্ধতি.....৫৩১
একজনকে একদল লোক সালাম দিলে একবার উত্তর দেয়া যথেষ্ট ৫৩২
যে মজলিসে একটি সালামই যথেষ্ট হয়ে যায়
এবং যে মজলিসে হয় না.....৫৩২
ঘরে কেউ না থাকলেও প্রবেশকালে সালাম দেয়া মুস্তাহাব.....৫৩৩
বিচ্ছেদের সময় সালাম দেয়া মুন্নাত এবং এই সালামের
উত্তর প্রদানের বিধান কর.....৫৩৩
যার ব্যাপারে সালামের উত্তর না দেয়ার প্রবল ধারণা তাকে,
সালাম দেয়া যে উত্তরের মুখামুখী হয়েও উত্তর দেয় না
তাকে অব্যাহতি দেয়া পসঙ্গে.....৫৩৪
প্রবেশাধিকার চাওয়া ৫৩৬
অনুমতি চাওয়ার সময় পূর্ণ পরিচয় দেয়া উচিত.....৫৩৮
যে সম্মানসূচক পরিচয় দেয়া ছাড়া অনুমতি প্রার্থীকে চেনা
যায় না তাতে কোনো সমস্যা নেই.....৫৩৯
সালামের শাখাগত কিছু মাসায়েল গোসলখানা থেকে বের
হওয়ার সময় অভিবাদন জানানো.....৫৪১
মানুষ সালামের পরিবর্তে বা পরে সাধারণত যেসব শব্দ ব্যবহার করে .৫৪১
ছোট কিংবা বড়দের চেহারা ও মাথায় চুমোদানের বিধান ৫৪২
মৃত এবং ভ্রমণ ফেরত ব্যক্তির চেহারায় চুম্বন করা ৫৪৭
মুসাফাহা (করমর্দন) ৫৪৫
মুসাফাহার সময় হর্ষোৎফুল্লতা ও দোয়া করা মুস্তাহাব.....৫৪৯
কারো সম্মানার্থে পিঠ বাঁকানো সর্বাবস্থায় মাকরুহ.....৫৫১
বুজুর্গ, পিতা-মাতা এবং ঘনিষ্ঠতম কারো আগমনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব...৫৫২
সমীহ ও শ্রদ্ধার সাথে নেককারদের মাণাতে যাওয়া মুস্তাহাব ৫৫২
নেককার সাথীকে সাক্ষাতের আহ্বান এবং আগের তুলনায়
বেশি আসার নিমন্ত্রণ করা মুস্তাহাব ৫৫৩
হাঁচিদাতার উত্তর প্রদান এবং মুখব্যাদান করা.....৫৫৭
হাঁচিদাতা কী বলবে, কোন শব্দে তাকে দোয়া করা

বিষয় পৃষ্ঠা

হবে: সংশ্লিষ্ট ফিকহি মতানৈক্য ৫৫৭
হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ না বললে তার উত্তর দেয়া যাবে না.....৫৫৯
নামাজে হাঁচিদাতার ব্যাপারে ফকিহদের মতানৈক্য ৫৬০
হাঁচির সময় মুখে হাত অথবা কাপড় রাখা সুন্নাত ৫৬১
বারবার হাঁচিদাতার জবাব ৫৬১
হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ না বলা অথবা বললেও
কেউ শুনেনি কিংবা কেউ শুনেছে ৫৬৩
কোনো ইহুদি হাঁচি দিলে করণীয় ৫৬৪
আলোচনাকালে পাশে কেউ হাঁচি দিলে করণীয় ৫৬৪
যথাসম্ভব হাই প্রতিহত করা সুন্নাত এবং মুখে হাত রাখা মুস্তাহাব.....৫৬৫
অন্যের প্রশংসা করা.....৫৬৫
নিষিদ্ধের কিছু হাদীস ৫৬৬
প্রশংসা বৈধতার কিছু হাদীস ৫৬৭
সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা আহ্বানকারীর ডাকে
যা বলে সাড়া দেয়া মুস্তাহাব.....৫৭৫
জ্ঞান ও যোগ্যতায় মহান ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা বলা উচিত ৫৭৫
নারী বেগানা পুরুষের সাথে হবে রুক্ষভাষী ৫৭৬

অধ্যায়- ১৫

খাদ্যগ্রহণকারী ও পানকারীর পাঠ্য দোয়াসমূহ খাবার কাছে
আসলে যে দোয়া পড়তে হয়.....৫৭৭
মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করে মেজবানের পক্ষে 'খাবার গ্রহণ
করুন' অথবা সমার্থক কিছু বলা মুস্তাহাব.....৫৭৭
পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা.....৫৭৭
তাসমিয়ার কৈফিয়ত ও যথেষ্ট পরিমাণ ৫৮২
খানাপিনার দোষ ধরা নিষেধ.....৫৮২
প্রয়োজনে 'এই খাবারের প্রতি আমার আগ্রহ নেই", 'আমি
এই খাদ্যে অভ্যস্ত নই' অথবা এরকম অন্য কিছু বলা বৈধ আছে.....৫৮৩
খাবার গ্রহণকারীকর্তৃক খাবারের প্রশংসা করা.....৫৮৩
নফল রোজাদারের সামনে যদি খাবার উপস্থিত হয় এবং
সে রোজা ভাঙ্গতে না চায় তাহলে কী বলবে? ৫৮৩
নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সাথে অনিমন্ত্রিত কেউ এসে গেলে যা বলা উচিত.....৫৮৪

বিষয় পৃষ্ঠা
খেয়েদেয়ে পূর্ব হয় না এমন ব্যক্তির করণীয় ৫৮৬
ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সাথে খাওয়ার সময় যা বলবে ৫৮৭
খাবার শেষে যে দোয়া পড়তে হয় ৫৮৮
খাওয়ার পর মেজবানের উদ্দেশ্যে মেহমান যে দোয়া করবে ৫৯২
পানি বা দুধ ইত্যাদি পান করানো ব্যক্তির জন্য দোয়া ৫৯৪
যে কারো মেহমানদারি করে তাকে দোয়া দিয়ে উৎসাহিত করা ৫৯৫
মেহমানের মর্যাদা দানকারীর গুণগান ৫৯৫
তারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যদের ৫৯৭
মেহমানকে শুভেচ্ছা জানানো, তাকে মেহমান হিসেবে পেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা, খুশি প্রকাশ করা এবং তাকে মেজবানির যোগ্য বিবেচনা করায় আল্লাহর প্রশংসা করা মুস্তাহাব ৫৯৭
খাবার শেষে যা করণীয় ৫৯৮

অধ্যায়- ১৬

বিবাহ ও সংযুক্ত আজকার

নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যক্তি কী বলবে ৫৯৯
নিজের কিংবা অভিভাবকত্বে থাকা মেয়েদেরকে বিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সামনে পেশ করা মুস্তাহাব ৬০০
বিয়ের আকদের সময় করণীয় ৬০০
আকদ সম্পন্নের পরে বিবাহিতকে কী বলা উচিত ৬০৪
যা বলা মাকরুহ ৬০৫
বাসর রাতে স্ত্রীকে ভিতরে দেয়ার পরে স্বামী কী বলবে ৬০৫
বাসরের পরে স্বামীকে যা বলতে হয় ৬০৬
সহবাসের দোয়া ৬০৭
স্ত্রীর সাথে কৌতুক করা, রসিকতা করা হেপরায়ণ আচরণ করা উচিত ৬০৭
বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়দের সাথে স্বামীর আদব ৬০৮
প্রসববেদনায় করণীয় ৬০৮
নবজাতকের কানে আজান দেয়া মুস্তাহাব ৬০৯
তাহনিকের সময়ের দুতা ৬০৯

অধ্যায়- ১৭

নবজাতকের নামকরণ ৬১১

বিষয় পৃষ্ঠা
অকালপ্রসূত ভ্রূণেরও নামকরণ মুস্তাহাব ৬১৩
সুন্দর নাম রাখা মুস্তাহাব ৬১৩
আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নামসমূহ ৬১৩
অভিনন্দন জানানো ও অভিনন্দন জ্ঞাপনকারীর জবাব ৬১৪
অপছন্দনীয় নাম রাখা নিষেধ ৬১৫
সন্তান, গোলাম, ছাত্র কিংবা অধিনস্থ কাউকে শিষ্টাচার শেখানো, খারাপ কাজ থেকে বারণ করা,আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে কুৎসিত নামে ডাকা ৬১৭
নাম অজানা ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নিয়ম ৬১৭
সন্তান পিতাকে ছাত্র শিক্ষক কিংবা শায়খকে নাম ধরে ডাকা নিষেধ ৬১৮
উত্তম নামে নাম পরিবর্তন করা মুস্তাহাব ৬১৯
নামের সংক্ষেপণ জায়েজ, যদি ব্যক্তি কষ্টবোধ না করে ৬২২
কারো অপছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা নিষেধ ৬২২
ব্যক্তির পছন্দনীয় ডাকনামে ডাকা বৈধ, বরং মুস্তাহাব ৬২৩
উপনামে ডাকা বৈধ; বড়দেরকে উপনামে ডাকা মুস্তাহাব ৬২৪
বড় ছেলের নামে উপনাম ৬২৫
সন্তানহীন ব্যক্তি ও শিশুর উপনাম ৬২৫
আবুল কাসেম উপনাম রাখা নিষিদ্ধ ৬২৬
কাফের, বিদআতি এবং ফাসেককে উপনামে অভিহিত করা বৈধ, যদি উপনাম ছাড়া তাকে চেনা না যায় অথবা তার নাম উল্লেখে ফিতনার আশঙ্কা থাকে ৬২৮
নারী-পুরুষ: অমুকের পিতা বা অমুকের মাতা উপনামে অভিহিত হতে পারবে ৬২৯

অধ্যায়- ১৮

মজলিস থেকে উঠার সময় পড়ার দোয়া ৬৩১
মজলিসে নিজের জন্য এবং সাথীদের জন্য দোয়া করা ৬৩৩
আল্লাহ তাআলার স্মরণ ছাড়া মজলিস ত্যাগ করা অপছন্দনীয় ৬৩৪
বিভিন্ন জিকির সংক্রান্ত আলোচনা ৬৩৬
মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনলে যা বলবে ৬৩৭
আগুন দেখলে করণীয় ৬৩৭
ক্রোধান্বিত হলে পাঠ করার দোয়া ৬৩৮
ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে কি পড়তে হয় ৬৪২
নিজের অথবা প্রিয়জনের ব্যাপারে হালপুরসি করা হলে আল্লাহর

বিষয় পৃষ্ঠা
প্রশংসা করা মুস্তাহাব: অবস্থা ভালো হলে উত্তর দেয়াও মুস্তাহাব ৬৪৪
বাজারে প্রবেশের দোয়া ৬৪৪
কেউ শরিয়ত-সম্মত কোনো কাজ করলে তাকে সমর্থন করা মুস্তাহাব .৬৪৬
আয়নার দিকে তাকিয়ে যা বলবে ৬৪৭
হিজামার সময় পড়ার দোয়া ৬৪৭
কান বেজে ওঠলে যা বলবে ৬৪৮
পা অবশ হয়ে গেলে যা বলবে ৬৪৮
যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর জুলুম করে অথবা ব্যক্তিগত
জুলুম করে তার বিপক্ষে বদদোয়া করা বৈধ ৬৪৯
বিদআতি ও পাপিষ্ঠ লোকদের থেকে দায়মুক্তি.....৬৫৩
ঘৃণ্যকাজ দূরীকরণের সময় যা বলবে ৬৫৪
যবানে অশ্লীলতা থাকা ব্যক্তি যা বলবে ৬৫৪
সওয়ারি হোচট খেলে যা বলবে ৬৫৫
শাসনকর্তা মারা গেলে করণীয় ৬৫৫
কেউ ভালো কাজ করলে দোয়া করা, প্রশংসা করা এবং
উদ্বুদ্ধ করা উচিত ৬৫৬
হাদিয়াদানকারী হাদিয়া গ্রহণকারীর জন্য উত্তম
প্রতিদানের দোয়া করবে ৬৫৯
হাদিয়া গ্রহণে ওজর পেশ করা যাবে.....৬৬০
কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী ব্যক্তিকে যা বলবে.....৬৬০
প্রথম ফল দেখলে যা বলবে ৬৬১
ওয়াজ ও পাঠদানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মুস্তাহাব.....৬৬২
কল্যাণকর কাজে পথপ্রদর্শন ও উৎসাহপ্রদানের ফজিলত
আল্লাহ তাআলা বলেন-.....৬৬৩
জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অনবগত হলে প্রশ্নকারীকে জানাশোনা
ব্যক্তির কাছে যেতে উদ্বুদ্ধ করা ৬৬৫
কাউকে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আহ্বান করা হলে করণীয় ৬৬৬
ঝগড়ার আদব এবং কুৎসিত বাক্য থেকে দূরে থাকা ৬৬৭
মূর্খদের এড়িয়ে চলা উচিত ৬৬৮
নিজের চেয়েও মর্যাদাবান ব্যক্তিকে নসিহত করা যাবে ৬৭০
অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার নির্দেশ ৬৭১

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পদ অথবা অন্য কিছু পেশ করলে তার জন্য দোয়া করা মুমতাহাব ৬৭৩
জিম্মি মুসলমানের সাথে ভালো কাজ করলে মুসলমানের করণীয় ৬৭৪
কুদৃষ্টি ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয় নিজের, সন্তানাদি, সম্পদ অথবা অন্য কোথাও আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে এবং এতে কুদৃষ্টি অথবা ক্ষতির আশঙ্কা হলে করণীয়। ৬৭৪
পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় জিনিস দেখে যা বলতে হয়..... ৬৭৮
আকাশের দিকে তাকিয়ে যা বলবে ৬৭৮
কোনো বস্তুকে শুভ মনে করলে যা বলবে..... ৬৭৯
গোসলখানায় প্রবেশের দোয়া ৬৮০
গোলাম-বাদী অথবা কোনো প্রাণী কিনলে কিংবা ঋণ আদায় করলে যা বলবে ৬৮১
ঘোড়ার উপর স্থির না থাকা ব্যক্তির জন্য যে দোয়া পড়বে..... ৬৮১
জনগণের সামনে অবোধগম্য কথা বলা নিষেধ..... ৬৮২
আলেম-ওয়ায়েজ মনোযোগ দিয়ে শুনার জন্য উপস্থিত লোকদের চুপ থাকতে বলতে পারবে ৬৮২
অনুসরণীয় ব্যক্তি বাহ্যিক ভুল কাজে যদিও বাস্তবে সেটা সঠিক হয় লিপ্ত হলে তাকে যা বলবে..... ৬৮৩
অনুমারী অনুসৃত ব্যক্তিকে বাহ্যিক ভুল করতে দেখলে যা বলবে ৬৮৪
পরামর্শের উপর উদ্বুদ্ধকরণ ৬৮৬
ভালো কথা বলতে উৎসাহিতকরণ ৬৮৭
শ্রোতাদের জন্য কথা সুস্পষ্ট করা ও ব্যাখ্যা করা মুস্তাহাব ৬৮৮
শর্তসাপেক্ষ বিনোদন করা যাবে ৬৮৯
সুপারিশ করা মুমতাহাব..... ৬৯১
মুসংবাদ দেয়া ও অভিবাদন জানানো মুস্তাহাব ৬৯৪
তাসবিহ-তাহলিল কিংবা এ জাতীয় শব্দে আশ্চর্যভাব প্রকাশ করা বৈধ ৬৯৭
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ..... ৭০০

অধ্যায়- ১৯

পরনিন্দা ও চুগলি করা হারাম ৭০৪
যবানের হেফাজত ৭০৯
প্রয়োজনে কথা বলা ৭০৯
গীবতের সংজ্ঞা-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা ৭১৭

বিষয় পৃষ্ঠা
গীবত শোনা হারাম; কাউতে গীবত করতে দেখলে করণীয় ৭১৮
নিজেকে গীবত থেকে বাঁচানোর উপায় ৭২০
যেসব ক্ষেত্রে গীবত বৈধ ৭২১
শায়খ-ছাত্র কিংবা অন্য কারো গীবত শুনলে করণীয় ৭২৬
অন্তরে গীবত করা ৭২৯
গীবতের কাফফারা ও তাওবা ৭৩২
চুগলি করা হারাম ৭৩৫
প্রশাসনের কাছে প্রয়োজন ছাড়া কোনো বিষয় তুলে ধরা নিষেধ কারণ এতে বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাবনা আছে ৭৩৭
কারো প্রমাণিত বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা নিষেধ ৭৩৭
অহঙ্কার করা নিষেধ ৭৩৮
কোনো মুসলিমের কষ্টে আনন্দিত হওয়া নিষেধ ৭৩৮
মুসলমানদের তুচ্ছ করা ও তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম ৭৩৮
মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান অত্যন্ত হারাম কাজ ৭৪০
অভিসম্পাত করা নিষেধ ৭৪১
অনির্দিষ্ট ও অপ্রসিদ্ধ পাপীষ্ঠকে লানত করা বৈধ ৭৪৪
বৈধ-অবৈধ অভিশাপ ৭৪৭
অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করলে প্রতিকার কীভাবে ৭৪৮
সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎকাজে নিষেধ করার সময় যা বলা যাবে ৭৪৮
দরিদ্র, দুর্বল, এতিম, ভিক্ষুক প্রমুখ অসহায়দের তিরস্কার করা নিষেধ; বরং তাদের সাথে নরম কথা বলা নম্র আচরণ করা আবশ্যক ৭৫১
অপছন্দনীয় শব্দাবলীর ব্যবহার ৭৫২
মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে বলা নিষেধ ৭৫৪
আল্লাহর অভিপ্রায়ের সাথে অন্যের অভিপ্রায় সংযুক্ত করতে অব্যয় ব্যবহার হবে, (ওয়াও) অব্যয় নয় ৭৫৪
অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে বলা মাকরুহ ৭৫৫
"এমনটা করলে আমি ইহুদি, খ্রীস্টান বা ইসলাম থেকে মুক্ত" বলা হারাম ৭৫৬
কোনো মুসলিমকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করা হারাম ৭৫৬
অপর মুসলমানের বিরুদ্ধে ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার বদদোয়া করা গুনাহ ৭৫৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাফের-কর্তৃক কুফরি বাক্য বলতে বাধ্য করলে করণীয়	৭৫৭
মুসলমান-কর্তৃক কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা	৭৫৮
যদি কাফের বাধ্যকরণ ছাড়াই শাহাদাতাইন পাঠ করে	৭৫৮
মুসলমানদের দায়িত্বশীলকে যে উপাধী দেয়া হবে	৭৫৯
বাদশা বা অন্য কাউকে শাহানশাহ বলা হারাম	৭৬০
সাইয়েদ শব্দের প্রয়োগ	৭৬১
দান বা অনুগ্রহ করে খোটা দেয়া নিষেধ	৭৬৩
গোলাম মালিককে এবং মালিক গোলামকে যেভাবে সম্বোধন করবে	৭৬৩
অপরকে "আমার গোলাম" বলে সম্বোধন করা	৭৬৬
বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ	৭৬৭
জ্বরকে গালি দেয়া মাকরুহ	৭৬৭
মোরগকে গালি দেয়া নিষেধ	৭৬৭
মূর্খযুগের আর্তনাদ ও তাদের শব্দাবলী ব্যবহার করা নিষেধ	৭৬৮
মুহাররমকে সফর নামকরণ মাকরুহ	৭৬৮
কাফের অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হারাম	৭৬৮
মুসলমানকে শরয়ি কারণ ছাড়া গালি দেয়া হারাম	৭৬৮
ঝগড়া-বিবাদে ব্যবহৃত নিন্দিত শব্দাবলী	৭৬৯
আমার সাথে আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই বলা মাকরুহ	৭৬৯
তৃতীয় ব্যক্তির সামনে দুই ব্যক্তির সংগোপনে বলা নিষেধ	৭৭০
মহিলার জন্য স্বামী বা অন্যের কাছে বেগানা মহিলার শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ, তবে তাকে বিয়ে করার প্রতি আগ্রহী করা ইত্যাদি শরয়ি প্রয়োজনে হলে ভিন্ন কথা	৭৭১
বিবাহিতকে দাম্পত্যজীবন সুখময় ও সন্তানময় হোক বলা অপছন্দনীয়	৭৭১
রাগান্বিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে "আল্লাহকে স্মরণ কর" ইত্যাদি বলা মাকরুহ	৭৭১
শপথের পরিবর্তে 'আল্লাহ জানেন যে, বিষয়টা এমন নয় অথবা 'বিষয়টা এমনই" বাক্য বর্জনীয়	৭৭২
চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিন" বলা মাকরুহ	৭৭২
আল্লাহর নাম বা গুণাবলী ছাড়া অন্য নামে শপথ করা মাকরুহ	৭৭৩
ক্রয়-বিক্রয়ে অধিকহারে শপথ করা মাকরুহ যদিও সত্য হয়	৭৭৪

বিষয় পৃষ্ঠা
নিজের পাপ সম্পর্কে অন্যকে অবিহিত করা মাকরুহ ৭৭৪
কারো গোলাম, স্ত্রী, ছেলে, দাম কিংবা অধীনস্থ কাউকে
তার বিরুদ্ধে ফুঁসলানো হারাম ৭৭৫
আল্লাহর আনুগত্যে বের করা সম্পদের ক্ষেত্রে যা বলবে ৭৭৬
ইমামের বলার পরে ইয়াকা না'বুদু বলা নিষিদ্ধ ৭৭৭
শুল্ককে সরকারের সম্পদ বলা নিষেধ ৭৭৭
আল্লাহর ওয়াস্তে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া মাকরুহ ৭৭৭
আল্লাহর ওয়াস্তে প্রার্থনাকারী ও সুপারিশকারীকে
তাড়িয়ে দেয়া মাকরুহ ৭৭৮
"আল্লাহ তোমার জীবন দীর্ঘায়িত করুক" বলা মাকরুহ ৭৭৮
আমার মা-বাবা তোমার উপর উৎসর্গিত হোক" বলা যাবে
শব্দাবলী নিন্দনীয় ৭৭৯
অযাচিত ভঙ্গি মাকরুহ ৭৮১
ইশার নামাজের পর বৈধ কথাবার্তাও মাকরুহ ৭৮৩
ইশাকে আতামা, মাগরিবকে ইশা এবং ফজরকে গাদাত বলা মাকরুহ ৭৮৫
ক্ষতি ও কষ্টের আশঙ্কা হলে কারো গোপন বিষয় প্রকাশ করা হারাম .. ৭৮৬
বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে মারার কারণ জিজ্ঞাসা করা যাবে না ৭৮৭
কবিতা ও কবিতার দর্শনের বিবরণ ৭৮৭
যেসব শব্দ উল্লেখে লজ্জাবোধ হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ
শব্দ ব্যবহার করা ৭৮৮
মা-বাবা ও সম্মানী লোকদের ধমক দেয়া হারাম ৭৯০
মিথ্যার নিষিদ্ধতা ও মিথ্যার ধরন ৭৯১
যেসব মিথ্যা হারাম নয় ৭৯২
কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক; নিশ্চিত না হয়ে
বর্ণনা করা নিষেধ ৭৯৪
ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলা ও তাওরিয়ার পথ অবলম্বন করা ৭৯৬
নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে এসেছে ৭৯৭
কেউ খারাপ কথা বললে করণীয় ৭৯৯
যে সব শব্দ একদল আলেমদের দৃষ্টিতে মাকরুহ, অথচ
এগুলো মাকরুহ নয় ৮০০

বিষয় পৃষ্ঠা
"হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও" বলা মাকরুহ নয় ..৮০২
আল্লাহর নামে এরকম কর বলা মাকরুহ নয়
"হে আল্লাহ, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন" "হে আল্লাহ, আমাদের জন্য নবীজির সুপারিশ কবুল করুন বলা মাকরুহ নয়.....৮০৩
"আমি আমার রব রাব্বে কারিমের উপর ভরসা করলাম" বলা মাকরুহ নয়.....৮০৪
বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে শাওত ও দাওর বলা মাকরুহ নয়.....৮০৪
আমরা রমজানের রোজা রেখেছি রমজান এসেছে বলার হুকুম ৮০৫
"মুরা বাকারা" ইত্যাদি বলা মাকরুহ নয়.....৮০৬
"আল্লাহ তাআলা তার কিতাবে বলেন" বলা মাকরুহ নয়.....৮০৭
দৈনন্দিনের আমলের কিতাব ও বক্ষ্যমাণ কিতাবের উৎসগ্রন্থ ৮০৮
হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে.....৮০৯

অধ্যায়- ২০

প্রকাশ্য অপ্রাকাশ্য সব কাজে নিয়ত বিশুদ্ধ করা.....৮১১
জামিউদ দাআওয়াত বা সমন্বয়কারী দোয়াসমূহ সর্বাবস্থায়
গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব দোয়াসমূহ.....৮১৪
দোয়ার আদব ৮৩৫
তাকদির অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বেও দোয়ার ফায়দা ৮৩৯
নিজের সৎকর্মের ওসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করা ৮৪০
দোয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অসাধারণ কিছু কাহিনী.....৮৪১
দোয়ার সময় দুই হাত উঠানো অতঃপর চেহারায় মোছা ৮৪২
দোয়ার পুনরাবৃত্তি মুস্তাহাব হওয়া.....৮৪২
দোয়ায় অন্তরের উপস্থিত রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ ৮৪২
অনুপস্থিতদের জন্য দোয়া করার মর্যাদা ৮৪৩
অনুগ্রহকারীর জন্য দোয়া এবং দোয়ার ধরন ৮৪৫
বড়দের থেকে দোয়া নেয়া, যদিও দোয়াপ্রার্থী প্রার্থিত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হয়। ফজিলতপূর্ণ স্থানসমূহে দোয়া করা.....৮৪৫
নিজের জন্য কিংবা নিজের সন্তান, সেবক, সম্পদ

বিষয় পৃষ্ঠা

ইত্যাদির জন্য বদদোয়া করা নিষেধ.....৮৪৬
মুসলমানের দোয়া হয়ত তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদানের মাধ্যমে কবুল হয় কিংবা ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে সুতরাং দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা উচিত ৮৪৭
জিকিরের মজলিসে বসা মুস্তাহাব ৮৪৮
জিকির হবে যবানে ও অন্তরে.....৮৫০
বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা ৮৫০
অজু না থাকা অবস্থায় জিকির করতে পারবে.....৮৫২
জিকিরকারীর হালত ৮৫৪

অধ্যায়- ২১

অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া বলা যে, 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি' ৮৫৬
পূর্ণ একদিন চুপ থাকা নিষিদ্ধ ৮৫৭
ইস্তিগফার ৮৫৮

অধ্যায়- ২২

যেসব হাদীসের উপর ইসলামের ভিত্তি ৮৬৫

অধ্যায়- ১

যিকিরের ফযিলত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ۔

উচ্চারণ : ফাযকুরূনি আযকুরকুম ওয়াশকুরূলি ওয়ালা তাকফুরূন।

অর্থ : অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামতের অস্বীকার (নাশোকরী) করো না।[৪]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا۔

উচ্চারণ : ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আ-মানুয কুরুল্লা-হা যিকরান কাছিরা।

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করো।[৫]

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا۔

উচ্চারণ : ওয়াযযাকিরিনাল্লাহা কাছিরান ওয়াযযা-কিরাতি আয়াদ্দাল্লাহু লাহুম মাগফিরাতাওঁ ওয়া আজরান 'আযীমা।

অর্থ : আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার নির্ধারিত করে রেখেছেন।[৬]

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ۔

---

৪. সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৫২
৫. সূরা আল-আহযাব : আয়াত - ৪১
৬. সূরা আল-আহযাব : আয়াত- ৩৫

উচ্চারণ : ওয়াযকুর রাব্বাকা ফি নাফসিকা তাদাররুআওঁ ওয়া খিফাতাওঁ ওয়াদুনাল জাহরি মিনাল ক্বাওলি বিলগুদুব্বি ওয়াল আসালি ওয়া লা তাকুন মিনাল গাফিলীনা।

অর্থ : তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো মনের মধ্যে দ্বীনতার সাথে ও পূর্ণ ভীতিসহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায় (সারাক্ষণ) আর তোমরা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৭]

নবি করিম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিকির (স্মরণ) করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো– জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[৮]

ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেন, যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় এবং যে ঘরে যিকির হয় না, সে ঘরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়। মুসলিম-৭৭৯

নবি করিম ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আমলের কথা জানাব না? যা তোমাদের রবের কাছে অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী (আল্লাহর পথে), সোনা-রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা এবং তারা তোমাদের হত্যা করার চাইতেও অধিকতর শ্রেয়? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি ﷺ বললেন, তাহলো আল্লাহ তা'আলার যিকির।[৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমাকে সে তেমনই পাবে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে অবস্থান করি। যদি সে অন্তরে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার অন্তরের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো সভা সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে অর্ধহাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর সে এক হাত এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[১০]

---

৭. সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত - ২০৫
৮. সহিহ বুখারী-৬০৪৪
৯. তিরমিযী- ৫/৪৫৯, ইবনে মাজাহ- ২/১২৪৫, ইবনে মাজাহ-২/৩১৬
১০. সহিহ বুখারী- ৮/১৭১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুশর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশি হয়ে গেছে, কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ প্রদান করুন, যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জিহ্বা যেন সারাক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।[১১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআন থেকে একটি হরফ তিলাওয়াত করে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকি পায় আর একটি নেকি হবে দশটি নেকির সমান। আমি আলিফ, লাম ও মীমকে একটি হরফ বলছি না; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, (অক্ষর) 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ।"[১২]

হযরত উক্ববা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন আমরা তখন সুফফায় অবস্থান করছিলাম।

(সুফফা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহের পার্শ্বে বাস্তুহারা গরিব সাহাবিসহ নও-মুসলিমদের থাকার স্থান)। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে বুতহান অথবা আক্বীক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোনো প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া উঁচু কুঁজবিশিষ্ট দুটি উট নিয়ে আসতে ভালোবাসে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা তা করতে ভালোবাসি। তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ করতে পারো না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআন থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা দেবে অথবা পড়বে। এটা তার জন্য দুটি উট থেকে উত্তম হবে, তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি উট থেকে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উট থেকে উত্তম হবে। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা থেকে উত্তম হবে।[১৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো স্থানে উপবেশন করে আল্লাহর যিকির করে না, তার সে উপবেশন আল্লাহর কাছ থেকে নৈরাশ্য ডেকে আনে। আর যে ব্যক্তি কোনো শয্যায় শয়ন করে আল্লাহর যিকির তথা স্মরণ

---

১১. তিরমিযী- ৫/৪৫৮, ইবনে মাজাহ- ২/১২৪৮

১২. তিরমিযী- ৫/১৭৫, সহিহ জামে সগীর- ৫/৩৪০

১৩. মুসলিম- ১/৫৫৩, ১৯০৯

করে না, তার সেই শয়নও আল্লাহর কাছে নৈরাশ্যের কারণ হয়। (অর্থাৎ এ উদাসীন অবস্থা তার জন্য ক্ষতিকর তথা হতাশা ও আক্ষেপের কারণ)[১৪]

নবি করিম ﷺ বলেন, 'যদি কোনো দল কোনো মজলিসে বসে আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নবির ওপর দরূদও পাঠ না করে, তাহলে তাদের সেই বৈঠক তাদের পক্ষে হতাশার কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।[১৫]

যেসমস্ত লোক এমন কোনো মজলিসে অংশগ্রহণের পর উঠে আসে যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না, তারা যেন মৃত গাধার লাশের স্তূপ থেকে উঠে আসে। এরূপ মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৬]

নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমার (নিদ্রারূপ) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনর্জাগরিত করে) জীবিত করলেন, আর তাঁরই কাছে সকলের পুনরুত্থান হবে।[১৭]

রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে নিম্নের দু'আগুলো পাঠ করবে, তারপর এ বলে দু'আ করে : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। তাকে তখন ক্ষমা করা হয়। ওয়ালিদ বলেন, অথবা বর্ণনাকারী এ স্থলে বলেছেন, দু'আ করলে দু'আ কবুল করা হবে।

আর যদি সে যথাযথ অজু করে নামায আদায় করে, তবে তার নামায কবুল হবে।[১৮]

---

১৪. আবূ দাউদ- ৪/২৬৪, সহিহ আল জামে- ৫/৩৪২
১৫. তিরমিযী- ৩/১৪০
১৬. আবূ দাউদ- ৪/২৬৪ আহমদ- ২/৩৮৯, আল-জামে- ৫/১৭৬
১৭. বুখারী- ৬৩১৪, ৬৩২৫, মুসলিম, ৪/২০৮৩, আবূ দাউদ- ৫০৪৯, বুখারী-ফাতহুল বারী-১১/১১৩
১৮. বুখারী ফাতহুল বারী- ৩/৩৯, ইবনে মাজাহ- ২/৩৩৫